দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ MAR 9 1999 পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

ইসলামী যুগে নারী শিক্ষা

পূর্ব প্রকাশিতের পর খ্যাতনামা গান বিশেষজ্ঞ মা'বদের স্বীকারোক্তি হল যে, সে জামীলারই চেষ্টার ফসল। তার শিক্ষা ছাড়া সে খ্যাতির এ স্তরে কিছুতে পৌঁছতে পারত না। সে যুগে ইবনে সরীহ, আল-ফরীদ, মা'বদ ও অন্যান্য মিউজিশিয়ানদের যখন প্রতিযোগিতা হত তখন জমীলা বিচারকের ভূমিকা পালন করত।

'দানানীর' যিনি বোরামেকা গোত্রভুক্ত প্রখ্যাত একজন গায়িকা ছিলেন। গানের খ্যাতি ছাড়াও তার সৌন্দর্য, কোমলতা ও সাহিত্য জ্ঞানের কারণে সমকালীন যুগে তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইস্পাহানীর বক্তব্য মতে, মিউজিক বিষয়ে তিনি একটি গ্রন্থও সঙ্কলন করেছেন। খলীফা মাহদীর কন্যা উলিয়্যা একজন অভিজ্ঞ কবি, বিশিষ্ট গায়িকা, সুরকার ও মিউজিশিয়ান ছিল, তার ভাই ইব্রাহিমও এ ক্ষেত্রে অদ্বিতীয় ছিল। তবে বলা হয় উলিয়্যা তার ভাইকে এ ক্ষেত্রে ডিঙ্গিয়ে গিয়েছিল। বিখ্যাত গায়িকা আরীব যে দিন উলিয়ার গান শুনেছে সে দিনটাকে তার স্মরণীয় দিন বলে আখ্যায়িত করেছে।

মুতায়েয়ম হাসেমিয়া ইসহাকও তার পিতার ছাত্রী ছিলেন। রূপ, সুর, গান ও সাহিত্য-জ্ঞানে তার বেজায় খ্যাতি ছিল। এক সময় খলীফা মু'তাসেমের সম্মুখে গান গাচ্ছিল। সেখানে ইব্রাহিম বিন মাহদীও উপবিষ্ট ছিল। তার গান যখন শেষ হল ইব্রাহিম তাকে গানটি দ্বিতীয়বার গাইতে অনুরোধ করল, কিন্তু গায়িকা তার খলীফাকে বলল, ইব্রাহিম এভাবে সুর শিখে ফেলবে। এ কারণে খলীফা থেকে গানটি দ্বিতীয়বার না গাওয়ার অনুমতি চাইল। খলিফা তাকে অনুমতিও দিল। কিছু দিন পর ইব্রাহিম তার ঘরে যাচ্ছিল, পথে শুনতে পেল মুতায়েয়ম তার নিজের ঘরে সে গানটি দিয়ে গলা সারছিল। ইব্রাহিম লুকিয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে পড়ল আর পুরো গান শিখে নিয়েছিল। পরে ইব্রাহিম দরজায় টোকা দিল আর বলল, আমার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে।

মামুনের কন্যা খাদীজাও বড় মাপের কবি ও গানতে ছিল। এক রাতে খলীফা মুতাওয়াক্কিলের সামনে শারিরা গীত হাচ্ছিল। খুব চমৎকার গীত। খলীফা বেশ উচ্ছ্বসিত হলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কোত্থেকে এ গান শিখেছ? জবাব দিল যে, এ গান ও সুর উভয় খাদীজা বিনতে মামুনের সৃষ্টি।

উনাইদা প্রভূত রূপ ও গুণের অধিকারী ছিল। তিনি চমৎকার তাম্বুরা বাজাতে পারতেন। এ কারণে তাকে তাম্বুরিয়া বলা হত। তার কণ্ঠ সুমিষ্ট ও আকর্ষণীয় ছিল।

চিকিৎসা ঃ বর্তমান সভ্য ও উন্নত যুগে মানব সেবার যে দায়িত্ব রেড ক্রিসেন্ট পালন করছে ইসলামী যুদ্ধগুলোতে অধিকাংশ মহিলারা তা পালন করত। যখন খায়বর বিজয়ের জন্য মুসলিম বাহিনী তৈরী হচ্ছিল উমাইয়া বিনতে কায়স গাফ্ফার একদল মহিলাসহ হুজুর (সাঃ)-র দরবারে হাজির হল। তারা জেহাদের সৈন্যদের সাথে যেতে আকাঙ্খা পেশ করল যেন আহতদের ব্যান্ডেজ করতে পারে, প্রাথমিক চিকিৎসাসহ সম্ভব সব সেবা দিতে পারে। নবীজী (সাঃ) তাদেরকে সঙ্গে যাবার অনুমতি দিলেন। তারা রণক্ষেত্রে এসব দায়িত্ব পালন করেছিল। রবী বিনতে মুআওয়োদা বলেন, ইসলামী বাহিনীর সাথে মহিলারা থাকত। যেন আহতদের চিকিৎসা করতে পারে এবং তাদের সেবা শুশ্রূষা করতে পারে আর তাদের যেন মদীনায় পাঠিয়ে দিতে পারে। তাছাড়া অনেক মুসলিম মহিলা চিকিৎসক হিসেবে বিখ্যাত ছিল। বনী আওদ গোত্রে যায়নব প্রসিদ্ধ ডাক্তার ও চক্ষু বিশেষজ্ঞ ছিল। উম্মে হাসান বিনতে কাজী আবু জাফর বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শী ছিল। তবে ডাক্তার হিসেবেই বেশী প্রসিদ্ধ ছিল। হাফিজ বিন যহরের মেয়ে ও বোন খলীফা মনসুরের যুগে সুচিকিৎসক হিসেবে বিখ্যাত ছিল। তারা মহিলা রোগ বিশেষজ্ঞ ছিল। রাজপরিবারের মহিলাদের চিকিৎসার জন্য তাদের ডাকা হত।

সামরিক দায়িত্ব ঃ ইসলাম এমন কিছু মহীয়সী জন্ম দিয়েছে যারা সামরিক ক্ষেত্রে কৃতিত্ব অর্জন করেছিল। ইতিহাসে যায়েদ বিন আসেমের স্ত্রী নসীবার বীরত্বের স্বাক্ষর পাওয়া যায়। তিনি উহুদ যুদ্ধে অংশ নিয়ে বড় বড় আক্রমণ ঠেকিয়ে ছিলেন এবং তার তলোয়ার দিয়ে এগার জন কাফেরকে আহত করেছিলেন। তাছাড়া ইতিহাস থেকে জানা যায়, অনেক যুদ্ধে মুসলিম নারীরা সাহসী ভূমিকা পালন করেছিল। ইয়ারমুক যুদ্ধে মহিলারা সাহসের সাথে লড়েছিল। হিন্দ বিনতে ওতবা বার বার মহিলাদের মাঝে ঘোষণা করত-, তোমরা তলোয়ার দিয়ে পুরুষদের সহযোগিতা কর। এ যুদ্ধেই জুয়াইরিয়া তার স্বামীর সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেছিল বলে আল্লামা তবরী উল্লেখ করেছেন।

সিফফিন যুদ্ধে একটি লাল উট খুবই অবদান রেখেছিল। সে উটে যরকা বিনতে আদী আরোহী ছিল। তার হৃদয় কাঁপানো জ্বালাময়ী বক্তৃতা হযরত আলী (রাঃ)-এর উৎসাহকে তীব্র করেছিল এবং তা যুদ্ধের ইতিবাচক ফলাফল অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল। অন্য একজন সামরিক মহিলা শাহ বিনতে আতরশও এ যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। রণ ক্ষেত্রে যুদ্ধের সরঞ্জাম বহন করে অত্যন্ত উদ্দীপনা নিয়ে সে এগুচ্ছিল বলে ঐতিহাসিকরা মন্তব্য করেছেন।

উম্মে ঈসা ও লাব্বনা নামী দু'জন রাজকন্যার কথা ইতিহাসে জানা যায়। যারা মনসুরের যুগে বাইজেন্টনীয় অঞ্চলের দিকে যুদ্ধ করেছিল।

অন্যান্য তৎপরতা ঃ রানী যুবাইদা অত্যন্ত ভদ্র ও শিষ্টাচারী মহিলা ছিলেন। সমাজ সেবায় তিনি ছিলেন প্রসিদ্ধ। ১৮৬ হিঃ সনে তিনি হজ্বব্রত পালন করতে গিয়ে পানির তীব্র সঙ্কটের কথা জানতে পেলেন। তিনি তার নিজস্ব তহবীল থেকে পুকুর খনন করেছিলেন। যা আজো বিদ্যমান আছে। খনন কাজের ব্যয় বেশী হবে ভেবে তার কোষাধ্যক্ষ যখন হিমশিম খাচ্ছিল তখন তিনি নির্দেশ দিলেন যেন আজই কাজ শুরু করে দেয়া হয়। যদিও এক কোপ কোদালের জন্য এক দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) খরচ হোক। প্রায় সাড়ে দশ লাখ দীনারের চেয়েও অধিক খরচ করে তিনি নিজের ফান্ড থেকে এ কাজ সম্পন্ন করেন।

লাব্বানা নাম্নী কর্ডোভার এক মহিলা সম্পর্কে লেখা হয়েছে যে, তিনি খলীফা আল-হাকামের ব্যক্তিগত আস্থাভাজন ছিলেন। সে সময় পর্যন্ত এ মর্যাদা অন্য কারো ভাগ্যে জুটেনি।

প্রসিদ্ধ একটি ঘটনা দিয়ে প্রবন্ধটির উপসংহার টানছি। হারুনুর রশিদের কাছে এক দাসী পেশ করা হল। তার মূল্য চাওয়া হল দশ হাজার দীনার। খলীফা বললেন, ঠিক আছে দশ হাজার দীনার দেয়া হবে। তবে প্রথমে তাকে পরীক্ষা করা হবে। দ্বীনিয়াত, ফেকাহ, তফসির, চিকিৎসা বিদ্যা, দর্শনসহ নানান বিষয়ের পারদর্শী পন্ডিতরা একের পর এক তার পরীক্ষা নিল। মেয়েটি প্রত্যেকের প্রশ্নের যে শুধু সন্তোষজনক জবাব দিয়েছে তাই নয় বরং প্রত্যেককে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পাল্টা প্রশ্ন করেছে– যার উত্তর তারা দিতে পারেনি। সে যুগের দাসীই যদি এমন জ্ঞানসমৃদ্ধ হয় তাহলে সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলারা কত না জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পাবে।

–মাহমুদুল হাসান